যুগান্তর

তারিখ ... 2 8 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ১ .....

ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ময়মনসিংহের গৌরীপুরের কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান চলছে খোলা আকাশের নিচে যুগান্তর

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান

গৌরীপুরে অর্ধশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত

মো. রইছ উদ্দিন, *গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) থেকে*

দুরু দুরু বুক কাঁপে, কখন ভেঙে পড়ে! ছাদের পলেস্তরা খসে উঠে পড়েছে। বিমে ফাটল। দেয়ালের পলেস্তরা উঠে গেছে, খসে পড়ছে ইট। এমনি দৃশ্য চোখে পড়লো বোকাইনগর ইউনিয়নের গোবিন্দনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রায় ৩শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে আকাশে বিদ্যুৎ চমকালেই চমকে ওঠেন প্রধান শিক্ষক শলৎমনি। দ্বিতল ভবনের দাবি জানান, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মো. হাফিজ উদ্দিনও। এ ইউনিয়নের গড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও নাজুক। বর্ষায় বসার ঠাঁই নেই, রোদেও বসতে পারে না শিক্ষার্থীরা। দেশের আলোচিত সেই কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজও ভবন নির্মিত হয়নি। মাত্র ৫ বছরেই নির্মাণকারী বিভাগ স্থানীয় প্রকৌশল বিভাগই ভবনটিকে অকেজো ঘোষণা করে। রামগোপালপুর ইউনিয়নের এ বিদ্যালয়টিতে সংস্কারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা। এ যেন হাতির খোরাকের স্থলে পিপীলিকার খাদ্য। বিদ্যালয়ে সাড়ে ৪শ' ছাত্রছাত্রীর খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। একই অবস্থা পৌর শহরের মুকুল নিকেতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। ভূমিকম্পের কারণে ভবনটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাঠদানের ঠাঁই মিলেছে এখন গাছতলায়। গৌরীপুর ইউনিয়নের বোরহান উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। পলেস্তরা উঠে গেছে। খুঁটিও নড়বড়ে। এমন পরিস্থিতির শিকার ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার অর্ধশত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তবে উপজেলা শিক্ষা বিভাগ জানায়, ঝুঁকিপূর্ণ ও জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩টি। এসব বিদ্যালয়ে প্রায় ১১ হাজার ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে। সুরযবালা পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমজত হোসেন জানান, দ্বিতীয় ভবনের ছাদে ফাটল ও বিমের রড বেরিয়ে আসায় অভিভাবকদের আপত্তি ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ ১৯৯৫ সালে নতুন ভবনটি নির্মাণের পর থেকে ছাদ চুয়ে পানি পড়ে। মাত্র ৫ বছরেই ভবনটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়। উপজেলা প্রকৌশল বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের তদন্ত শেষে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় কোনো অবস্থাতেই ক্লাস না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪১৮ জন। প্রতিবছর সমাপনী পরীক্ষা অংশ নিয়ে শতভাগ পাস ও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ রয়েছে সাধারণ বৃত্তি ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তি। তবে ওরা ক্লাস করে খোলা আকাশের নিচে! দরজা-জানালা নেই। মরিচাধরা টিনের ছিদ্র দিয়ে গড়িয়ে পড়ে পানি। বসার বেঞ্চ নেই। কষ্টে আনন্দের শিক্ষা কার্যক্রম নিরানন্দে পরিণত হয়েছে। আকাশে মেঘ জমলেই বন্ধ হয়ে যায় কোমলমতি শিশুদের পাঠদান। চারপাশে বেড়াও নেই। এ বিদ্যালয়টির নাম গড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির করুণদশার কথা উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক মো. নওয়াব আলী খান পাঠান জানান, প্রায় এক বছর ধরেই ভবন হবে হচ্ছে শোনা যাচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর সূত্রে জানা যায়, ঝুঁকিপূর্ণ, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও মেরামতযোগ্য এ তিনটি ক্যাটাগরিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নুর মোহাম্মদ জানান, অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে কয়েকদফা পত্র দেয়া হয়েছে।